প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি নীতিমালা ২০২১

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জানুয়ারি ২০২২

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	ভূমিকা	৩
২	সংজ্ঞা	৪
৩	নীতিমালার প্রয়োগ	৫
৪	ল্যাবরেটরির ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্য	৬
৫	ল্যাবরেটরির কার্যক্রম	৬
৬	ল্যাবরেটরি ব্যবস্থাপনা	৭
	ক) প্রশাসনিক ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা	৭
	খ) আর্থিক ব্যবস্থাপনা	৭
	গ) ল্যাবরেটরি ভবন ও ডরমিটরি ব্যবস্থাপনা	৮
৭	পারস্পরিক সহযোগিতা	৮
৮	গবেষণাপত্র ও প্রতিবেদন প্রণয়ন	৯
৯	আইনগত পরিধি	৯
১০	নীতিমালার ইংরেজি সংস্করণ	৯

১. ভূমিকা

দেশের জনগণের জন্য মানসম্পন্ন খাদ্য নিশ্চিত করার মাধ্যমেই কেবল সুস্থ ও মেধাবী জাতি গঠন সম্ভব। মানসম্পন্ন খাদ্য বলতে সাধারণত নিরাপদ আর পুষ্টিকর খাদ্যকেই বুঝানো হয়। নিরাপদ খাদ্য হল ক্ষতিকর জীবাণু, ভেজাল (adulterants), দূষক (contaminants) যেমন- জৈব, রাসায়নিক ও ভৌত দূষক এবং ক্ষতিকর পদার্থ (hazardous substances) যেমন- হরমোন, স্টেরয়েড, এন্টিবায়োটিক, কীটনাশক ও এলার্জেন, মুক্ত খাদ্য এবং খাদ্যে নির্দিষ্ট কিছু জৈব ও রাসায়নিক পদার্থের অনুমোদিত সহনীয় মাত্রা বজায় থাকাকে বুঝানো হয়। আর পুষ্টিকর খাদ্য বলতে কোন নির্দিষ্ট খাদ্য বা উপকরণে যেসব উপাদান যে পরিমাণে থাকার কথা সেসব উপাদান ঐ পরিমানে বিদ্যমান থাকাকে বুঝানো হয়ে থাকে। মানসম্মত খাদ্য উৎপাদনের জন্য মানসম্মত উপকরণ ব্যবহারও অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রাণিজ ও কৃষিজ উপজাত দ্রব্যাদি প্রাণিখাদ্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং এসবের কিছু কিছু বিদেশেও রপ্তানি হয়ে থাকে। এসব উপজাতের মান যাচাই করাও আবশ্যক। উল্লেখ্য, খাদ্য, খাদ্য উপাদান, উৎপাদন উপকরণ বা প্রাণিজ ও কৃষিজ উপজাত দ্রব্যাদিতে ভেজাল, দূষক ও ক্ষতিকর পদার্থের উপস্থিতি ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটে থাকে। উপযুক্ত পরীক্ষার মাধ্যমেই কেবল এসব ক্ষতিকর উপাদানের (যদি থাকে) উপস্থিতি নিশ্চিত করা সম্ভব। তাই, প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত পণ্যের মান যাচাইয়ের জন্য উপযুক্ত মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির ভূমিকা অপরিসীম।

স্বাস্থ্যবান ও মেধাবী জাতি গঠনে এবং জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন প্রাণিজাত খাদ্য গ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডিম, দুধ ও মাংস প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস যা শিশুদের মেধা বিকাশে সাহায্য করে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০১৯-২০ খ্রিঃ অর্থবছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে প্রাণিসম্পদ সেক্টর নীট প্রাণিজ আমিষের বার্ষিক চাহিদার শতকরা ৫৭.৭২ ভাগ যোগান নিশ্চিত করেছে। মাথাপিছু দৈনিক ১২০ গ্রাম হিসেবে দেশে মাংসের বার্ষিক চাহিদা ৭২.৯৭ লক্ষ মেট্রিক টন, যার বিপরীতে বার্ষিক উৎপাদন হচ্ছে ৭৬.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন। সে হিসেবে মাথাপিছু দৈনিক ১২৬.২০ গ্রাম মাংসের যোগান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। অর্থ্যাৎ, বাংলাদেশ মাংসে স্বয়ংসম্পূর্ণ। পাশাপাশি, বছরে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য ১০৪ টি হিসেবে বার্ষিক ডিমের চাহিদা প্রায় ১,৭৩২ কোটি। বর্তমানে দেশে বার্ষিক ডিম উৎপাদন প্রায় ১,৭৩৬ কোটি। অর্থাৎ মাথাপিছু ডিম গ্রহণ প্রায় ১০৪.২৩ টি যা চাহিদার চেয়েও বেশি। সুতরাং, ডিম উৎপাদনেও বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। এছাড়া, জনপ্রতি দৈনিক ২৫০ মিলিলিটার হিসেবে বার্ষিক দুধের চাহিদা প্রায় ১৫২ লক্ষ মেট্রিক টন। এ চাহিদার বিপরীতে দেশে বার্ষিক দুধ উৎপাদন হচ্ছে প্রায় ১০৬.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন। ফলে, মাথাপিছু দৈনিক প্রাপ্তি দাঁড়ায় প্রায় ১৭৫.৬৩ মিলিলিটার। চাহিদার তুলনায় দুধ উৎপাদনে কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও ডেইরি সেক্টরে সরকারের গৃহীত নানামূখী পদক্ষেপ ও ডেইরি উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টায় স্বল্প সময়ের মধ্যেই দেশ দুধ উৎপাদনেও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দেশে প্রাণিজাত খাদ্যের উৎপাদন পর্যাপ্ত হলেও নিরাপদ ও পুষ্টিমানসম্পন্ন প্রাণিজাত খাদ্যের প্রাপ্তি নিয়ে প্রশ্ন রয়েই গেছে। তাই, প্রত্যেক সচেতন নাগরিকই মানসম্মত খাদ্যের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। কেবলমাত্র খাদ্যদ্রব্যই নয়, দেশে উৎপাদিত ও আমদানিকৃত খাদ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, মোড়কতাজকরণ, পরিবহন ও মজুদকরণে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণের মান নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অন্যথায়, মানসম্মত খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্য হুমকির সম্মূখীন হবে। বাংলাদেশ সরকার জনগনকে নিরাপদ ও পুষ্টিমানসম্পন্ন প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এজন্য সরকার ইতোমধ্যে 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' গঠনসহ প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। এসব আইন ও বিধিমালার আওতায় প্রতিনিয়ত মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হচ্ছে। সরকার দেশে মানসম্পন্ন প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন নিশ্চিত করতে মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০, পশুখাদ্য বিধিমালা ২০১৩, পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১ সহ বেশকিছু আইন ও বিধিমালা জারি করেছে। ফলে, প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানিরও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে স্বল্প পরিসরে পশুখাদ্য ও মাংস রপ্তানি শুরু হয়েছে। ডিম ও একদিন বয়সী মুরগির বাচ্চা (ডিওসি) রপ্তানি অচিরেই শুরু হতে যাচ্ছে। দুধ হতে উৎপাদিত দই, রসমলাই, পনির ইত্যাদিও রপ্তানি হচ্ছে। প্রাণিজ উপজাত দ্রব্যের মধ্যে গরু-মহিষ ও ছাগল-ভেড়ার চামড়া, গরুর ওমেজাম ও বুলিস্টিক, গরু-মহিষের কান, লেজ, শিং ইত্যাদি রপ্তানি হচ্ছে। প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানিকারক দেশের চাহিদা এবং আন্তর্জাতিকভাবে নির্ধারিত মান নিশ্চিত করে রপ্তানি করতে হয়। এমতাবস্থায়, দেশে উৎপাদিত ও আমদানিকৃত প্রাণিজাত পণ্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ এবং রপ্তানির নিমিত্ত এসব পণ্যের মান যাচাইয়ের জন্য 'প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি' স্থাপন করা হয়েছে।

২. সংজ্ঞা

(১) "ল্যাবরেটরি", "মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি" বা "প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি" অর্থ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত "প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার";

(২) "নীতিমালা" অর্থ "প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি নীতিমালা ২০২১";

(৩) "কোয়ালিটি ম্যানুয়াল" (quality manual) বা "ম্যানুয়াল" (manual) অর্থ ISO/IEC 17025 স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির জন্য প্রণীত কোয়ালিটি ম্যানুয়াল;

(৪) "গাইডলাইন" (guideline) অর্থ এ নীতিমালার আওতায় বর্ণিত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির জন্য প্রণীত গাইডলাইন;

(৫) "মহাপরিচালক" অর্থ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ এর মহাপরিচালক;

(৬) "সেন্টার অব এক্সিলেন্স" অর্থ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিকে কারিগরি ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে শ্রেষ্টত্ব অর্জন মাধ্যমে ল্যাবরেটরিকে একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা;

(৭) "ভেজাল" (adulterants) অর্থ প্রাণিজাত খাদ্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণে স্বেচ্ছায় অনুমোদিত মাত্রার বেশী বা কম মিশ্রিত কোন রাসায়নিক পদার্থ বা নিষিদ্ধ অন্য কোন পদার্থ যা প্রাণিজাত খাদ্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণের গুণাগুণ বিনষ্ট করে ও/বা জনস্বাস্থ্য অথবা প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের জন্য ক্ষতিকর;

(৮) "ভেজাল পশুখাদ্য" বা "ভেজাল প্রাণিখাদ্য" অর্থ মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ এর ধারা ২ এর দফা (১১) এর সজ্ঞা অনুসারে কোন বিষাক্ত বা ক্ষতিকর উপাদানযুক্ত পশুখাদ্য যা মৎস্য, পশু বা অন্যান্য প্রাণী বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বা এমন পশুখাদ্য যা মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ এর ধারা ১১ এবং ১৩ তে উল্লেখিত বিষয়াদির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, অথবা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে ভেজাল বা বিষাক্ত বা ক্ষতিকর পশুখাদ্য বা অপদ্রব্য হিসেবে প্রমাণিত;

(৯) "দূষক" (contaminants) অর্থ জৈব, রাসায়নিক বা ভৌত বিপত্তি, যা প্রক্রিয়াগত ত্রুটি, অসাবধানতা বা অবহেলার কারণে বা ইচ্ছাকৃতভাবে উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন, মজুদকরণ বা বিপণনকালে অথবা পরিবেশ দূষণের কারণে প্রাণিজাত খাদ্য বা প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণে সংমিশ্রিত হওয়ার কারণে প্রাণিজাত খাদ্য বা প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণের গুণাগুণ বিনষ্ট করে ও/বা জনস্বাস্থ্য অথবা প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের জন্য ক্ষতিকর;

(১০) "ক্ষতিকর পদার্থ" (hazardous substances) অর্থ প্রাণিজাত খাদ্য বা প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে মিশ্রিত ভেজাল, দূষক বা অন্যকোন পদার্থ যা প্রাণিজাত খাদ্য বা প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণের গুণাগুণ বিনষ্ট করে ও/বা জনস্বাস্থ্য অথবা প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের জন্য ক্ষতিকর, যেমন- হরমোন, স্টেরয়েড, এন্টিবায়োটিক, কীটনাশক এলার্জেন ইত্যাদি;

(১১) "Intra-lab Comparison Test" অর্থ কোন ল্যাবরেটরিতে উদ্ভাবিত পদ্ধতির উপযুক্ততা প্রমাণের জন্য একই ল্যাবরেটরির একই ধরনের অন্য যন্ত্রের মাধ্যমে এবং একই ধরনের কাজ করতে সক্ষম অন্য কারিগরি জনবলের সাহায্যে একই পদ্ধতির উপযুক্ততা যাচাইয়ের জন্য নমুনা পরীক্ষা;

(১২) "Proficiency Test" অর্থ কোন ল্যাবরেটরির নমুনা পরীক্ষার সঠিকতা ও দক্ষতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে কোন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা আয়োজিত একগুচ্ছ ল্যাবরেটরির মধ্যে একই নমুনার পরীক্ষাকরণ প্রতিযোগিতা;

(১৩) "স্বীকৃতি" বা "এ্যাক্রেডিটেশন" (accreditation) অর্থ কোন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক ISO/IEC 17025 স্ট্যান্ডার্ড এর নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাচাই-বাচাইপূর্বক কোন ল্যাবরেটরি বা পরীক্ষা পদ্ধতিকে সঠিক ও দক্ষ বলে স্বীকৃতি প্রদান;

(১৪) "ক্যালিব্রেশন" অর্থ যন্ত্রের পরিমাপের সাথে সংশ্লিষ্ট স্ট্যান্ডার্ডের পরিমাপের তুলনা করত: ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির পরিমাপের পদ্ধতি ও অবস্থা নির্ধারণ করা;

(১৫) "এ্যাকসেস কন্ট্রোল সিস্টেম" (access control system) অর্থ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে অপ্রত্যাশিত বা অননুমোদিত ব্যক্তি বা ব্যাক্তিবর্গের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা এবং ল্যাবরেটরি কর্মী, প্রত্যাশিত ও অনুমোদিত ব্যক্তি বা ব্যাক্তিবর্গের প্রবেশ ও বহির্গমণের তথ্য সংরক্ষণের জন্য স্থাপিত ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি;

(১৬) "ল্যাবরেটরি ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" (Laboratory Information Management System-LIMS) অর্থ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে স্থাপিত তথ্য প্রযুক্তির একটি অত্যাধুনিক সিস্টেম, যা ল্যাবরেটরি ব্যবস্থাপনার সকল তথ্য কর্তৃপক্ষের পূর্ব নির্ধারিত নির্দেশনা মোতাবেক স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করে;

(১৭) "সহনীয় সর্ব্বোচ্চ মাত্রা" অর্থ কোন খাদ্য, খাদ্য উপকরণ, ভেজাল, দূষক, ক্ষতিকর পদার্থ বা অন্যকোন জৈব বা রাসায়নিক বিপত্তির সর্ব্বোচ্চ যে পরিমান মানুষ বা প্রাণী দৈনিক গ্রহন করলে কোন স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয় না বা দেখা দেওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না;

(১৮) "পরীক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবন" (method development) অর্থ কোন নির্দিষ্ট যন্ত্র ব্যবহার করে নমুনার কোন নির্দিষ্ট পরীক্ষা সম্পাদনের জন্য নূতন কোন পরীক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবন করা;

(১৯) "পরীক্ষা পদ্ধতির উপযুক্ততা" (method validation) অর্থ উদ্ভাবিত পরীক্ষা পদ্ধতিটির বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা ও গ্রহণযোগ্যতার জন্য রিপিটাবিলিটি ও রিপ্রডিউসিবিলিটি যাচাই করা;

(২০) "প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ" অর্থ প্রাণিসম্পদের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ প্রতিপালন ও উৎপাদনে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, যেমন- "পশুখাদ্য", "তৈরি পশুখাদ্য", "খাদ্য উপকরণ", "ফিড এডিটিভস", "ভিটামিন এন্ড মিনারেল প্রিমিক্স", টিকা, সিমেন, এমব্রায়ো, বীজ ডিম, একদিনের হাঁস-মুরগির বাচ্চা ইত্যাদি

(২১) "প্রাণিজাত পণ্য" (livestock products) অর্থ প্রাণিসম্পদ হতে উৎপাদিত প্রধান ও পার্শ্ব দ্রব্য যা মানুষ ও প্রাণীর খাদ্য হিসেবে বা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে মানুষ ও প্রাণীর জীবন ধারায় ব্যবহৃত হয়, যেমন- দুধ, ডিম ও মাংস, চামড়া, কলিজা, ফুসফুস, প্লীহা, বৃক্ক, মগজ, পাকস্থলী ও নাড়িভূঁড়ি, বুলি স্টিক, ক্ষুর, কান, শিং, মুরগির বিষ্টা ও পালক ইত্যাদি;

(২২) "আদর্শ মাত্রা" (standard limit) অর্থ প্রাণিজাত খাদ্য বা প্রাণিখাদ্যে যথাক্রমে মানুষ বা প্রাণির পুষ্টি সাধন, স্বাভাবিক দৈহিক বৃদ্ধি ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানসমূহ, যেমন- আমিষ, স্নেহ, শর্করা, ভিটামিন, খনিজ লবণ, ইত্যাদি এবং আদ্রতা ও আঁশের স্বাভাবিক পরিমাণে উপস্থিতি;

(২৩) "নমুনা" অর্থ মান পরীক্ষার লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত পণ্য হতে দৈবচয়ণ (random) পদ্ধতিতে সংগৃহীত যুক্তিসংগত পরিমাণ;

(২৪) "পরীক্ষা" বা "নমুনা পরীক্ষা" অর্থ প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত পণ্যের নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ;

৩. নীতিমালার প্রয়োগ

ঢাকা জেলার সাভারে স্থাপিত 'প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি' একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ইহা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি হিসেবে বিবেচিত হবে। ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহী প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব পালন করবেন। 'প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি নীতিমালা ২০২১' অনুসরণে এ ল্যাবরেটরি পরিচালিত হবে। এই নীতিমালা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা সংশোধনযোগ্য। এই নীতিমালার অধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর অনুমোদনে ল্যাবরেটরির কারিগরি দিকসমূহের বিবরণ সম্বলিত একটি গাইডলাইন প্রণীত হবে যা সময়ে সময়ে একই কর্তৃপক্ষ দ্বারা সংশোধনযোগ্য। তাছাড়া, ল্যাবরেটরির নমুনা পরীক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে একটি "কোয়ালিটি ম্যানুয়াল" থাকবে। ম্যানুয়ালটি ল্যাবরেটরিতে নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা পরামর্শকবৃন্দের সহায়তায় প্রয়োজনীয়তার নিরীখে সংশোধনযোগ্য। এ্যাক্রেডিটেশন প্রদানকারী বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার মানদন্ড অনুযায়ী কোয়ালিটি ম্যানুয়াল ইংরেজিতে প্রণীত হবে। ম্যানুয়ালটি ল্যাবরেটরিতে কর্মরত প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারির জন্য একটি বাস্তবসম্মত ব্যবহারিক নির্দেশনা সম্বলিত হ্যান্ডবুক হিসেবে গণ্য হবে।

৪. ল্যাবরেটরির ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্য

(ক) ভিশন

প্রাণিজাত খাদ্যের নিরাপদতা ও পুষ্টিমান উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান ও মেধাবী জাতি গঠন।

(খ) মিশন

প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ এবং প্রাণিজাত পণ্যের নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে মান যাচাই, মান সংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরি এবং মোবাইল কোর্টসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে চাহিদা অনুযায়ী সহযোগিতা প্রদান করার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদে মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি হিসেবে সেন্টার অব এক্সিলেন্স অর্জন।

(গ) উদ্দেশ্য

(১) দেশে উৎপাদিত ও আমদানিকৃত প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত পণ্যের নমুনা পরীক্ষা ও মান যাচাই এবং নমুনা পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে আদর্শ মাত্রার ডাটাবেজ সৃজন;

(২) ল্যাবরেটরি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত পণ্যের আদর্শ মাত্রা (standard limit) নির্ধারণ এবং ক্ষতিকর জীবাণু, ভেজাল (adulterants), দূষক বা contaminants (জৈব, রাসায়নিক ও ভৌত) ও ক্ষতিকর পদার্থ (এলার্জেন, হরমোন বা স্টেরয়েড, এন্টিবায়োটিক, কীটনাশক) এর উপস্থিতি ও পরিমাণগত পরীক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা।

(৩) মান পরীক্ষায় অধিকতর সঠিক ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি প্রয়োগের লক্ষ্যে নূতন পরীক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবন (method development), উদ্ভাবিত পরীক্ষা পদ্ধতির উপযুক্ততা মূল্যায়ন (method validation) এবং উদ্ভাবিত পদ্ধতি অন্যান্য সমজাতীয় ল্যাবরেটরিতে প্রসার ও প্রয়োগ;

(৪) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ল্যাবরেটরির সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন, ল্যাবরেটরি দক্ষতার উন্নতি সাধন ও যৌথ বা সহযোগিতাপূর্ণ গবেষণা পরিচালনা এবং এভাবে ল্যাবরেটরিকে 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' এ রুপান্তর করা।

৫. ল্যাবরেটরির কার্যক্রম

প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত পণ্যের নমুনা পরীক্ষা ও মান যাচাই করাই এ ল্যাবরেটরির প্রধান কাজ। নমুনা পরীক্ষার নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে যে কোন সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং উদ্যোক্তা ও খামারি স্ব-উদ্যোগে এ ল্যাবরেটরিতে উপকরণ বা পণ্যের মান যাচাই করাতে পারবেন। ল্যাবরেটরিতে ৫টি প্রধান শাখা যথা- ফিড কোয়ালিটি কন্ট্রোল শাখা, রেসিডিউ এন্ড বায়োলজিক্স শাখা, প্রোডাক্ট কোয়ালিটি কন্ট্রোল শাখা, মাইক্রোবিয়াল ফুড সেফটি শাখা এবং বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা। উল্লেখিত শাখাসমূহের মাধ্যমে এ ল্যাবরেটরির আওতাভূক্ত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। তবে, ল্যাবরেটরির সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শাখাটি আপাততঃ তার নির্ধারিত কার্যক্রমের অতিরিক্ত গবেষণা ও উন্নয়ন (আর এন্ড ডি) শাখার কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

(১) দেশে উৎপাদিত ও আমদানিকৃত প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত পণ্যের মান পরীক্ষা, আদর্শ মাত্রা (standard limit) নির্ধারন এবং এ সংক্রান্ত ডাটাবেজ সৃজন;

(২) প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত পণ্যে ক্ষতিকর জীবাণু, ভেজাল (adulterants), দূষক (contaminants) ও ক্ষতিকর পদার্থ (hazardous substances) এর উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয়;

(৩) প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত পণ্যের উৎস্য প্রজাতি সনাক্তকরণ ও তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপ;

(৪) মোবাইল কোর্টসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে চাহিদা অনুযায়ী নমুনা পরীক্ষার ফলাফল ও অন্যান্য তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান।

(৫) মান নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ও কৌশল সমূহের Standard Operational Procedure (SOP) প্রণয়ন, নিরীক্ষা ও যাচাইকরণ;

(৬) নূতন পরীক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবন (method development), উদ্ভাবিত পরীক্ষা পদ্ধতির উপযুক্ততা মূল্যায়ন (method validation) এবং উদ্ভাবিত উপযুক্ত পদ্ধতি সমজাতীয় অন্যান্য ল্যাবরেটরিতে প্রসার ও প্রয়োগ;

(৭) দেশের যে কোন অঞ্চলে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত পণ্যের মান সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা;

(৮) পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তির আওতায় প্রাণিসম্পদ সমন্ধীয় গবেষণায় নিয়োজিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ও মাস্টার্স ডিগ্রির ফেলোদের গবেষণায় সহায়তা, সহযোগিতা চুক্তিভূক্ত ল্যাবরেটরির টেকনিক্যাল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পারস্পারিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং যৌথ বা সহযোগিতাপূর্ণ গবেষণা পরিচালনা;

(৯) ল্যাবরেটরিতে প্রাপ্ত ফলাফল প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জনকল্যাণের নিমিত্ত মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার সহ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন এবং গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল গবেষণা পত্র হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ;

(১০) দেশের জরুরী প্রয়োজনে সরকার কর্তৃক আরোপিত জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত অন্য কোন দায়িত্ব পালন।

৬. ল্যাবরেটরি ব্যবস্থাপনা

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক (গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন) এর নেতৃত্বে এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন, ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও খামারি/ব্যবসায়ি সংগঠন এর প্রতিনিধি এবং মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি এর অফিস প্রধানের সমন্বয়ে ল্যাবরেটরি পরামর্শক কমিটি গঠিত হবে। উক্ত কমিটির কার্যপরিধি সহ এই নীতিমালার অধীন অন্যান্য কারিগরি বিষয়াদি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত গাইডলাইনে অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

ক) প্রশাসনিক ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

'প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি' একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক সরকারি প্রতিষ্ঠান। এ ল্যাবরেটরির নির্বাহী প্রধান প্রশাসনিক বিষয়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব পালন করবেন। ল্যাবরেটরির নির্বাহী প্রধান অথবা তার নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নমুনা পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত রিপোর্ট অনুমোদন করবেন। উক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে মান সংক্রান্ত সনদের ক্ষেত্র ও পদ্ধতি মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত গাইডলাইনে নির্ধারিত হবে। উল্লেখ্য,

(১) ল্যাবরেটরি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবল সার্বক্ষণিক প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ল্যাবরেটরিতে পদায়িত জনবলকে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ ল্যাবরেটরি কর্মী হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

(২) উচ্চতর ডিগ্রিধারী (মাস্টার্স বা পিএইচডি) অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে এ ল্যাবরেটরিতে পদায়নে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

(৩) ল্যাবরেটরিতে কর্মরত প্রত্যেক কর্মী সততা, নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তীতা, ভদ্রতা, দক্ষতা, গবেষণা নীতি মেনে সেবার মানসিকতা নিয়ে স্বীয় দায়িত্ব পালন করবেন।

(৪) উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বা ল্যাবরেটরির কাজের প্রয়োজনে যে কোন কর্মীকে অফিস সময় শেষ হওয়ার পর অথবা ছুটির দিনেও ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে হবে। প্রয়োজনে নির্বাহী প্রধান ল্যাবরেটরি কর্মীদের ডিউটি রোস্টার করবেন।

(৫) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন অন্যান্য ল্যাবরেটরি এবং পারস্পারিক সহযোগিতার (collaboration) আওতায় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ল্যাবরেটরির কর্মকর্তা-কর্মচারীকে এ ল্যাবরেটরিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাবে।

(৬) এ ল্যাবরেটরিতে কর্মরত বিজ্ঞানীগণের কর্মদক্ষতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ, intra- and inter-lab comparison test এবং proficiency test এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বা accreditation অর্জন এবং তা বজায় রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খ) আর্থিক ব্যবস্থাপনা

সরকারের প্রচলিত বিধি-বিধান অনুযায়ী ল্যাবরেটরিতে নমুনা পরীক্ষার ফি, কনফারেন্স হল ও ডরমিটরি ভাড়া নির্ধারিত হবে যা সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে পরিবর্তনযোগ্য। উল্লেখ্য, নমুনা জমা দেওয়ার সময় এর পরীক্ষা ফি সম্পূর্ণ পরিশোধ করতে হবে। বিশেষ কারণে ল্যাবরেটরির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অনুমতি সাপেক্ষে মোট ফি এর অন্তত ৪০% পরিশোধ করলেও

নমুনার পরীক্ষা শুরু করা যাবে। কিন্তু, কোন কারণে নমুনা পরীক্ষার ফি পরিশোধ ব্যতিরেকে নমুনা গ্রহণ করা হলেও অন্তত: ৪০% পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষার কাজ স্থগিত থাকবে। তবে সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রদত্ত নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে ৪০% অগ্রীম ফি জমা প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকবে না। কোন ক্ষেত্রে আংশিক বা সম্পূর্ণ ফি মওকুফের প্রয়োজন হলে মহাপরিচালকের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে। তবে দেশের যে কোন অঞ্চলে মোবাইল কোর্টসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট পণ্য জব্দ করে মান পরীক্ষার জন্য তার নমুনা ল্যাবরেটরিতে প্রেরণ করা হলে উহার ফি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক মওকুফ করা হয়েছে বলে গণ্য হবে।

গ) ল্যাবরেটরি ভবন ও ডরমিটরি ব্যবস্থাপনা

(১) ল্যাবরেটরির ভবনের সকল অংশে বায়োসেফটি ও বায়োসিকিউরিটি নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে;

(২) ল্যাবরেটরির কর্মকর্তা, কর্মচারি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ ও বহির্গমনে ভবনের এ্যাকসেস কন্ট্রোল সিস্টেমে প্রত্যেকে স্ব-স্ব ফিঙ্গার প্রিন্ট, ফেইস প্রদর্শন বা নির্ধারিত ডিজিটাল কার্ড ব্যবহার করবেন;

(৩) নমুনা জমাদান, রিপোর্ট গ্রহণ, তথ্য সংগ্রহ বা অন্য প্রয়োজনে আগত ব্যক্তি ল্যাবরেটরি ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরের সংশ্লিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করতে পারবেন; কিন্তু কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত অন্য অংশে প্রবেশ করতে পারবেন না;

(৪) ল্যাবরেটরি ভবনের কনফারেন্স হলটি কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক সেমিনার, কর্মশালা ও সিম্পোজিয়াম ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হবে। এজন্য বায়োসিকিউরিটি, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য নিয়ম রক্ষার শর্ত আরোপিত হবে;

(৫) প্রাণিসম্পদের সম্প্রসারণ ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট কোন দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কেউ কনফারেন্স হল ব্যবহার করতে পারবে না। সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানকে উক্ত হলের নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধ সাপেক্ষে ল্যাবরেটরি প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হতে পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে;

(৬) কনফারেন্স হল ব্যবহারকারী কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট কক্ষ যেমন- ইনফরমেশন কক্ষ, ডেলিগেটস কক্ষ, ব্রেক কক্ষ, সার্ভিস কক্ষ এবং ভবনের নামাজের স্থান ব্যতীত অন্য কোন অংশ ব্যবহার করতে পারবেন না;

(৭) কেবলমাত্র মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ডরমিটরি ব্যবহার করবেন। তবে, ল্যাবরেটরির কাজে সহযোগিতার জন্য বা কনফারেন্স হলে আয়োজিত বৈজ্ঞানিক সভায় আগত কোন ব্যক্তিকে নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধ সাপেক্ষে ডরমিটরি ব্যবহারের অনুমতি দেয়া যাবে;

(৮) বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে একাধারে ১৫ দিনের অধিক ডরমিটরিতে অবস্থানের অনুমতি দেওয়া যাবে না। ডরমিটরি ব্যবহারকারী আবশ্যিকভাবে ল্যাবরেটরি ক্যাম্পসের বায়োসিকিউরিটি, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য নিয়মাবলী মেনে চলবেন;

(৯) কোন অবস্থাতেই কোন ব্যক্তি পরিবার-পরিজন বা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, এমনকি অন্য কোন ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে এ ডরমিটরিতে অবস্থান করতে পারবেন না;

(১০) কোন অবস্থাতেই ল্যাবরেটরি ক্যাম্পাস এবং গবেষণাগার ও ডরমিটরি ভবন গবেষণা সংশ্লেষ বহির্ভূত কোন কাজে, যেমন- পিকনিক, মিলন মেলা, প্রদর্শনী ইত্যাদি কর্মকান্ডে ব্যবহার করা যাবে না।

৭. পারস্পরিক সহযোগিতা (collaboration)

ল্যাবরেটরির কাজের মান ও পরিধি বৃদ্ধির জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব অপরিসীম। পরস্পরের সহযোগিতার ফলে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন ল্যাবরেটরির প্রকৃত অবস্থা এবং কাজের মান যাচাই করার সুযোগ থাকে। এতে নিজেদের ব্যবহৃত কোন পদ্ধতির স্বচ্ছতা, রিপিটাবিলিটি, যোগ্যতা, রিপ্রডিউসিবিলিটি এবং পদ্ধতিটির সর্বশেষ হালনাগাদকরণের উপযুক্ততা যাচাই করার সুযোগ পাওয়া যায়। তাই ল্যাবরেটরির মান বজায় রাখার নিমিত্ত দেশ ও বিদেশের অন্যান্য সমজাতীয় ল্যাবরেটরির সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। ফলে, আন্ত-ল্যাবরেটরি পরীক্ষণ ও রিপোর্ট প্রদান ছাড়াও বিজ্ঞানীগণের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্ত-ল্যাবরেটরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এতে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও ল্যাবরেটরির সক্ষমতা ও দক্ষতার উন্নতি সাধিত সম্ভব হবে। পারস্পারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যৌথ বা সহযোগিতাপূর্ণ (joint or collaborative) গবেষণা পরিচালনা করা যাবে। দেশ ও বিদেশে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত উচ্চতর ডিগ্রির মৌলিক গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হবে। তবে, মস্টার্স বা পিএইচডি পর্যায়ের কোন গবেষক ল্যাবরেটরিতে কাজ করার ক্ষেত্রে ল্যাবরেটরির তথ্যের গোপনীয়তা

রক্ষার ব্যবস্থা রাখা হবে। অধিকন্তু, প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথেও পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে উদ্যোগী হতে হবে। সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রশিক্ষণ, গবেষণা বা অন্য কোন কারিগরি ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার আর্থিক মূল্য বার্ষিক ২০ লক্ষ টাকার কম হলে সমঝোতা চুক্তিতে ল্যাবরেটরির পক্ষে এর প্রধান স্বাক্ষর করবেন। অনুরুপ চুক্তির আর্থিক মূল্য বার্ষিক ২০ লক্ষ টাকার অধিক হলে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যে কোন আর্থিক মূল্যের পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সমঝোতা চুক্তিতে ল্যাবরেটরির পক্ষে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স্বাক্ষর করবেন।

৮. গবেষণাপত্র ও প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ

ল্যাবরেটরিতে সম্পাদিত বিভিন্ন নমুনা পরীক্ষার তথ্য LIMS এ সংরক্ষণপূর্বক বার্ষিক প্রতিবেদন আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির গবেষণাপত্র ও বিশেষ প্রতিবেদন প্রণয়নে ল্যাবরেটরি ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LIMS) এবং রেজিষ্টারে সংরক্ষিত তথ্য ব্যবহৃত হবে। এজন্য ল্যাবরেটরিতে নমুনা গ্রহণের সময় প্রয়োজনীয় তথ্য LIMS এ অন্তর্ভূক্ত করতে হবে এবং নমুনা পরীক্ষার ফলাফল সংশ্লিষ্ট যন্ত্র হতে সরাসরি অথবা ইনপুটের মাধ্যমে LIMS এ অন্তর্ভূক্ত হবে। ল্যাবরেটরির তথ্য-উপাত্ত, নমুনা পরীক্ষার উল্লেখযোগ্য ফলাফল, নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন সংক্রান্ত তথ্য এবং পারস্পারিক সহযোগিতার আওতায় যৌথ বা সহযোগিতাপূর্ণ গবেষণার ফলাফল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশ করা যাবে। তাছাড়া, জনস্বার্থে এবং সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষণার প্রয়োজনে মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে LIMS এর তথ্য ব্যবহারের সুযোগ দেয়া যাবে। তবে, আদালতের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ল্যাবরেটরির তথ্য প্রদানে কোন অনুমতির প্রয়োজন হবে না।

৯. ল্যাবরেটরির আইনগত পরিধি

সরকার পশুপাখির খাদ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে 'মৎস্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০' এবং 'পশুখাদ্য বিধিমালা ২০১৩' জারি করেছে। এছাড়া, পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ ও জনসাধারনের জন্য মানসম্মত মাংস প্রাপ্তি নিশ্চিত করা লক্ষ্যে 'পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১' প্রণয়ন হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় স্থাপিত মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের ফলে মানসম্পন্ন প্রাণিজ আমিষ তথা মানসম্পন্ন দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া, বাংলাদেশ ও বহিঃবিশ্বের বিভিন্ন ল্যাবরেটরির সাথে সমন্বয় করে ইহা একটি রেফারেন্স ল্যাবরেটরি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে। এমতাবস্থায়, উপরোক্ত আইন ও বিধি ছাড়াও "প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি" নিম্নবর্ণিত আইন ও বিধিমালার আলোকে এর কর্মসম্পাদন করবে-

ক) পশুরোগ আইন ২০০৫
খ) পশুরোগ বিধিমালা ২০০৮
গ) নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩
ঘ) নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টক্সিন ও ক্ষতিকারক অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা ২০১৭
ঙ) খাদ্য সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার প্রবিধানমালা ২০১৭
চ) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা।

১০. নীতিমালার ইংরেজি সংস্করণ প্রণয়ন

"প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি নীতিমালা ২০২১" অনুমোদনের পর ইহার একটি ইংরেজি সংস্করণ প্রণয়ন করা হবে। বাংলা ও ইংরেজি সংস্করণ এর মধ্যে ভাষাগত অর্থ বা অন্য কারণে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে বাংলা সংস্করণের অর্থ ও নির্দেশনাই প্রাধান্য পাবে।